গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র- এর গবেষণা প্রকল্পের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

নজরুলের গানে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

The influence of the natural environment on Nazrul's songs

গবেষক

ড. দেবাশীষ বেপারী

সহযোগী অধ্যাপক

সঙ্গীত বিভাগ

অর্থবছর: ২০২০-২১

গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪

নজরুলের গানে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

The influence of the natural environment on Nazrul's songs

গবেষক

ড. দেবাশীষ বেপারী

সহযোগী অধ্যাপক

সঙ্গীত বিভাগ

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ-২২২৪

প্রসঙ্গ কথা

মানুষের জীবন ও গানের অনেক বড় অনুষঙ্গ প্রকৃতি। আমাদের বাংলা গানের ভান্ডারকে ঐশ্বর্যময় ও বৈচিত্র্যময় করেছে কাজী নজরুল ইসলামের রচিত বিচিত্র সংগীতধারা। কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিশীল জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের নাম প্রকৃতি বিষয়ক গান। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে সুমধুর সুর ও মনোমুগ্ধকর কথায় অসংখ্য গান রচনা করেছেন নজরুল। নজরুল প্রকৃতি ও পরিবেশের মোহনীয়তায় মুগ্ধ হয়ে ঋতুভিত্তিক অসংখ্য গান রচনা করে বাংলা গানকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রকৃতিপ্রিয় নজরুলকে গভীরতম ভাবের প্রেরণা দিয়েছে নৈসর্গিক বসুন্ধরার সব অনুষঙ্গ। চিরদিনের প্রেম-বিরহের রূপশোভা অঙ্কিত হয়েছে নজরুলের বর্ষা ও বসন্তের গানে। দুঃখ-সুখে, মিলনে-বিরহে, অনুরাগে-অনুভবে, সঙ্গীতে সর্বত্রই প্রকৃতি নির্ভরতা লক্ষনীয়। সেই ধারাবাহিকতায় প্রকৃতি নির্ভর গান রচনার ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা গানের শ্রেষ্ঠ সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর গানের বিপুল অভিনবত্ব বিশ্বের দরবারে, গানের ইতিহাসে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বাংলা গানের ও বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ রচনাই নৈসর্গিক প্রকৃতি নির্ভর। কাজী নজরুল ইসলামের অন্তরে শ্যামল শোভাময় চিরস্নিগ্ধ বসুন্ধরার যে রূপ সুশোভিত ছিল, গানের উপমার মাধ্যমে, কথায় ও সুরে নজরুল সেই অপরূপ রূপকে আমাদের সম্মুখপানে দৃশ্যমান করেছেন। নজরুলের সে গান কখনো ঋতুরঙ্গের রূপবন্দনা হিসেবে, কখনো প্রকৃতির সুশোভন অনুষঙ্গের বর্ণনা হিসেবে, আবার কখনো যথার্থ প্রকৃতির গান হিসেবে প্রকাশিত আমাদের মাঝে। রুক্ষ, নিরস, বিবর্ণ, তাপদগ্ধ দিন, বাদলের আকাশ ঘিরে সজল হাওয়ার কান্না, মেঘে মেঘে অন্ধ আকাশে বাদল ঝরার পালা, শিউলি তলায় শারদ প্রাতের পল্লী রূপসী বালিকার ফুল কুড়ানোর চঞ্চলতা, শরতের নীল আকাশে মেঘেদের দল বেঁধে ভ্রমণ করা, শুভ্র পূজারিনির বেশে হেমন্তের শিশিরে নাওয়া, সোনালি ফসলের রঙে ভরে যাওয়া হেমন্তের মাঠ ও নবান্ন উৎসব, শীতের হিমেল হাওয়ার রিক্ত শূন্য ও উদাস প্রকৃতি, মধুর বসন্তের পুষ্প সৌখিনতাসহ অসংখ্য রূপ নজরুলের প্রকৃতি বিষয়ক গানে প্রকাশ পেয়েছে গভীর নান্দনিকতায়। রবি, শশী তারকার মাঝে, আকাশে পবনে, বনভূমিতে, জলরাশিতে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের যে লীলা প্রকাশ করেছেন বিধাতা আপন হাতে, তারই একটি দৃষ্টিনন্দন রূপ চিত্রিত হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের প্রকৃতি প্রভাবিত গানে। এ অভিসন্দর্ভে প্রকৃতির সেসব স্বর্গীয় রূপের লাবণ্যতা, মধুময়তার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় সহায়তা প্রদান করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মোস্তাফিজুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাহাবুদ্দিন বাদল, সঙ্গীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. জাহিদুল কবীরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আরও নানা ভাবে সহায়তা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, গবেষণা ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা অভিসন্দর্ভের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

ড. দেবাশীষ বেপারী
সহযোগী অধ্যাপক
সঙ্গীত বিভাগ
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিশাল ময়মনসিংহ-২২২৪
e-mail: debasishbeparydu@gmail.com ,
১০ জুন ২০২১

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

নৈসর্গিক প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গে নজরুলের গান- ৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে রচিত নজরুলের প্রকৃতি নির্ভর গান- ১০

তৃতীয় অধ্যায়

নজরুলের গানে প্রকৃতির মোহনীয় রূপ- ২১

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুলের স্বপ্নে আর স্মৃতিতে ঘেরা বসুন্ধরা- ৩৭

পঞ্চম অধ্যায়

ঋতু রঙের প্রকৃতি- ৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার-১০৫

প্রকৃতি বিষয়ক কিছু গানের পূর্ণবাণী-১১৪

নজরুলের প্রকৃতি বিষয়ক কিছু গান- ১৪৩

প্রথম অধ্যায়

নৈসর্গিক প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গে নজরুলের গান

নৈসর্গিক প্রকৃতি

প্রকৃতি বিহীন মানুষের জীবন সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনের প্রয়োজনে মনোজীবী মানুষ মাত্রই প্রকৃতির আরতি অর্চনা করেন একান্তভাবে। মানুষের জীবনের মিলন বিরহে, উৎসব আনন্দে, আশা-নিরাশায় সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ একান্ত ভাবে মিশে আছে। এই প্রকৃতির মাঝে ক্রমে মানুষের বেড়ে ওঠা ও জীবন ধারণ। জীবনের সকল সুকুমার বৃত্তির শৈল্পিক প্রকাশ ঘটে প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে। মানুষের নান্দনিক ও শৈল্পিক উৎকর্ষতার প্রকাশ ও বিকাশে পরিবেশের স্নেহ নিবিড়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক জীবের সুস্থ সুন্দর ও স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতি প্রাকৃতিকভাবে যে উপাদানগুলি সৃষ্টি করেছে, সেসব উপাদানের সমষ্টিগত রূপকেই প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। পরিবেশ মানুষকে তার উপযোগী করে নেয় ফলে পরিবেশের প্রভাব মানুষের জীবনের সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করে। মানুষের সামগ্রিক জীবনে সকল কাজে বিশেষ করে শৈল্পিক রূপায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব বিদ্যমান। প্রকৃতির মাঝেই ধীরে ধীরে মানুষ জীবন ধারণ করে।প্রকৃতির অপার বৈচিত্র্য ও বিপুল ঐশ্বর্য মানুষের অন্তরে সুর, ছন্দের সাথে সাথে ভাবের উদ্রেক করে। প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীরের। পূর্বসূরী প্রখ্যাত সঙ্গীত রচয়িতাদের মত নজরুলরচিত অনেক প্রকৃতিবিষয়ক গানের বিষয়বস্তুতে ঈশ্বর প্রেম স্থান পেয়েছে। জ্যোতির্ময় পরমপুরুষের উদ্দেশ্যে অন্তরের প্রীতি ও প্রণতি নিবেদন করেছেন নজরুল সেইসব গানে। সংখ্যাহীন নিসর্গের দৃশ্যাবলীতে ঐশ্বর্যমণ্ডিত আমাদের প্রাকৃতিক রূপ। ভৌগোলিক পরিবেশ দুই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। মানুষের জীবনে

শিক্ষাপ্রাপ্ত আচরণের সমষ্টি হচ্ছে সংস্কৃতি। প্রকৃতি ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে গ্রহণ করে জীবনধারণের জন্য বহুল ব্যবহার করা আচার-আচরণ সংস্কৃতিতে রূপ লাভ করে এবং সাংস্কৃতিক একটি পরিবেশ গড়ে তোলে।

মহাশূন্য, জলবায়ু, ভূ-অবয়ব, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু এই পাঁচটি বৃহত্তর শ্রেণিতে প্রাকৃতিক পরিবেশ বিভক্ত। চন্দ্র, সূর্য, আকাশ, নক্ষত্র, মেঘ, ও বজ্রবিদ্যুতের সমন্বয়ে সৃষ্ট মহাশূন্য। প্রাকৃতিক পরিবেশের জলবায়ু বলতে বিভিন্ন মৌসুমের মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, আদ্রতা, উষ্ণতা, উপর নির্ভর করে। ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়। পাহাড়, নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, সাগর, উঁচু-নিচু পাহাড়ি টিলা, সুউচ্চ পাহাড়, নদীর চর, সমভূমি, খাড়ি সব ভু-অবয়ব আওতাভুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের। উদ্ভিজ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে অসংখ্য গাছপালা বন-বনানী গহীন অরণ্য লতাগুল্ম প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। সকল ধরনের প্রাণি ও জীবজন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য। "মানুষের পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে সৃষ্টি হয় প্রতিবেশ। প্রতিবেশে রয়েছে অসংখ্য ভূদৃশ্য। প্রতিবেশের এই অসংখ্য ভূদৃশ্যের সমন্বিত রূপই হলো ভৌগোলিক পরিবেশ। ভৌগোলিক পরিবেশ দু'ধরনের- প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ। মানুষের কার্যাবলী প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ফলাফল। প্রকৃতি নির্ভ'র প্রতিবেশই প্রাকৃতিক পরিবেশ। যে ভূদৃশ্য মানুষের সৃষ্ট নয়, প্রাকৃতিক নিয়মেই যা সৃষ্টি হয়েছে, তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ। যেমনঃ প্রকৃতির সৃষ্ট বস্তু, ভূ-বন্ধুরতা, জলবায়ু, উদ্ভিদ, মৃত্তিকা নদ-নদী প্রভৃতি।"[১]

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর জীবনব্যাপী যেসব সৃষ্টি করে গেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান সঙ্গীতে। নজরুলের প্রাকৃতিক নিসর্গ আচ্ছন্ন সব গান বিচিত্র পরিবেশ প্রভাবিত। প্রকৃতির বিচিত্র অবয়বে উপস্থাপিত নজরুলের সেসব গান। মানুষের জীবন ব্যঞ্জনাময় ও পরম অর্থবহ করেছে নৈসর্গিক প্রকৃতি ও পরিবেশ। নজরুলের গানের কথামালায় স্থান করে নিয়েছে দৃষ্টিনন্দন প্রকৃতির রূপ। মানুষের জীবনের সকল আচার-অনুষ্ঠান, সৌন্দর্য, উৎফুল্লতা, বেদনাবোধ প্রকৃতির কাছে সমর্পিত। সেই সমস্তভাষা প্রকাশের মাধ্যম সংগীত। প্রকৃতিপ্রেমী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাই মানুষের কথা লিখেছেন, নিজের অন্তরের কথা লিখেছেন, গানের ভাষাতে আর প্রাণের সুরে। মোহন সুরে প্রকৃতির ললিত রূপায়িত হয়েছে প্রকৃতি বিষয়ক নজরুলের গানে। প্রকৃতির প্রেমে বিমুগ্ধ কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গ নিয়ে অসংখ্য গান রচনা করেছেন। আমাদের সেই সব প্রকৃতি প্রভাবিত সংগীত নিয়ে এই আলোচনা। প্রকৃতির বিচিত্র উপাদানে উপস্থাপিত নজরুলের প্রকৃতি বিষয়ক গান। নজরুলের অন্তরের মায়ামাখানো নরম নিসর্গের কথা বিধৃত হয়েছে যে গানে, সেগুলোই তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক গান। নজরুলের গানকে বারবার পুষ্পসৌরভে সুরভিত করেছে কুসমিত কাননের পুষ্পরাজি। নজরুলের অন্তরে ছিল নন্দন কানন থেকে পারিজাতকে পাওয়ার তীব্র বাসনা। কাজী

নজরুল ইসলাম তাঁর গানের উপমায় এবং সরাসরি বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন পুষ্প-বৃক্ষের প্রসঙ্গ, শাওন গগনের মেঘমালার প্রসঙ্গ, চৈতালী চাঁদ ডুবে যাওয়ার প্রসঙ্গ, গহন আঁধারে রাত ভরে থাকার প্রসঙ্গ প্রভৃতি।

অজস্র আকর্ষী উপাদানে ভরপুর বাংলার প্রকৃতি। বারোমাস সূর্যালোকিত এবং মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বিভিন্ন উন্নত জাতের বৃক্ষরাজির রাজসিক সৌষ্ঠব, বসন্তে বনফুলের বন্যা, বিভিন্ন ফুলের স্নিগ্ধ ও উদ্ভ্রান্ত সুগন্ধি, উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা বিশিষ্ট পলাশ, শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া, ললিত লাবণ্যের পদ্ম আর শাপলার রূপ, বিভিন্ন বৃক্ষরাজির অবারিত উচ্ছ্বাস, নীরন্ধ্র নীল, বটের শাখার শীতল ছায়া প্রকৃতিকে মায়াময় করে রেখেছে। আনন্দ বিনোদন, হর্ষ-বিষাদে ভরা বাঙালি জীবনে নদী নির্ভরতা, তরু নির্ভরতা, পুষ্প নির্ভরতা যেন অমোঘ নিয়তি। সঘন তিমির রাতের অঝোর ধারার বর্ষাতে আবার প্রোজ্জ্বল মধ্যাহ্নেও ছায়াযুক্ত বৃক্ষের কোলে আশ্রয় নিতে হয় মানুষের। প্রকৃতির শব্দ গন্ধ, দৃশ্য, গভীর নির্জনতাও আমাদের জীবনের সাথে মিশে গেছে এক হয়ে। আমাদের সুদূর অতীতের সঙ্গে প্রকৃতির স্মৃতি জড়িত ও স্মরণীয়। প্রকৃতির দান অপরিশোধ্য। আমাদের জীবন জুড়ে সকল অস্তিত্বে তাই প্রকৃতির ভেদ্যতা অনেক গভীর। প্রকৃতির সাথে মানুষের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রশান্তির প্রাণলীলায় বাঁধা মানুষ, প্রকৃতি ও জীবন। প্রকৃতির সৌন্দর্য আত্ম-অনুরণিত পরম সত্য। জল,স্থল ও নিখিলে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গগুলো এক সুশৃংখল ঐক্য অনুসরণ করে প্রকাশিত। প্রশান্তির অম্লানউৎস হয়ে প্রকৃতি আমাদের মাঝে বিরাজমান। দূরবর্তী আকাশের মেঘ মাটির আমন্ত্রণে প্রকৃতিতে তাদের প্রাণের সস্নেহ স্পর্শ দিয়ে ধরিত্রীকে প্রসন্ন ও সিক্ত করে দিয়ে যায়। প্রশান্তির অম্লান উৎস বৃষ্টির জলধারা, পৃথিবী প্রান্তরকে স্নান করায়। প্রকৃতি প্রভাবিত সাহিত্য ও সংগীত আমাদের মর্মের গভীরে প্রবিষ্ট। প্রকৃতির ছায়া আমাদের জীবন পথের বহুদূর অবধি প্রসারিত। "আশ্চর্য সুন্দর আমাদের স্বদেশ, বাংলাদেশ। বাংলার নিসর্গ সম্পদে- বৈচিত্র্যের-বিস্ময়ে অপূর্ব। উদ্ধত প্রান্তিক পর্বত, অবারিত উদার মাঠ, কাকচক্ষু নদীনালা, গভীর বনানী, সমুদ্রধৌত বেলাভূমি, নিস্তরঙ্গ হ্রদ আমাদের উত্তরাধিকার, আমাদের ঐশ্বর্য। এদেশের নমনীয় প্রকৃতির প্রগাঢ় ছায়ায় আমাদের অভ্যাস, আমাদের চেতনা লালিত। গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রোদ, বর্ষার অশ্রান্ত বারিধারা, শরতের নরম নীল আকাশ, হেমন্তের হলুদ আলো, শীতের রিক্ত মাঠ, বসন্তের উদ্ভিন্ন মুকুলের কলরব বাঙালির মানস-বৈশিষ্ট্যের অখণ্ড অনুষঙ্গ। আমাদের জীবনচিন্তা, স্বভাব-স্বাতন্ত্র্য এবং সৌন্দর্যবোধের উৎসমূল এদেশের সুবর্ণ-নিসর্গে, প্রকৃতির অম্লান ঔদার্যে প্রোথিত। যে ভাবালু আদর্শবাদে আমাদের জীবনচেতনা মূলিত, এমন সর্বংসহা প্রকৃতি ব্যতীত তার লালন অসম্ভব।...সূর্যালোকিত মৌসুমি-বিধৌত আমাদের দেশ জীবনন্দনতত্ত্বের অজস্র আকর্ষী উপাদানে সমৃদ্ধ। শাল-দেবদারুর রাজসিক সৌষ্ঠব, সেগুন-তেঁতুল-তালের বলিষ্ঠ গ্রথন, বিলাতি-ঝাউয়ের মর্মর, নাগকেশর-ছাতিমের উদ্ভ্রান্ত সুগন্ধি, কুর্চি-সজিনার শুভ্রতা, কৃষ্ণচূড়া-পলাশ-শিমুলের উচ্ছল বর্ণচ্ছটা, নারকেলের দুর্বার দুর্মর সবুজ, পদ্ম-শাপলার

ললিত লাবণ্য, কাশমঞ্জরির অবারিত উচ্ছ্বাস, সুন্দরী, গেওয়া, গোলপাতার নিরন্ধ্র নীল, বটের নিশ্ছিদ্র ছায়া আমাদের নিসর্গ-শিল্পীর প্রিয় রং ও রেখা, আকার ও অলংকার।"[২]বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর শিক্ষা চিন্তায় প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মুক্ত প্রকৃতির কোলে মুক্ত আকাশের নিচে হবে শিক্ষা। আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশে শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণ করলে শিশুদের দেহমন সুগঠিত হয়, মানসিকতা প্রকৃতির মত উদার ও মুক্ত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে জ্ঞান বিতরণ ও আহরণ করবেন, এতে করে পরস্পরের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ ও উৎসব পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনের শিক্ষার্থীদের জন্য ফলে বিশ্বভারতী বিশ্বজাতির মিলন ভূমিতে পরিণত হয়েছে, বিশ্ব ধর্ম ও বিশ্ব সংস্কৃতির মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল শান্তিনিকেতন। প্রাকৃতিক পরিবেশের শিক্ষায় মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়, বলিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়, মনের বিকাশ ঘটে, মনুষ্যত্ব বোধ ও মানবতবোধ গড়ে ওঠে।

গীতরচনার প্রারম্ভিক কাল থেকেই বাংলা গানের সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। গীত রচনা ও সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রকৃতি আদিকাল থেকেই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মানুষের জীবনের ও কল্পনার শ্রেষ্ঠ উপাদান প্রকৃতি। ঋতুর বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনের নিমিত্তে প্রকৃতিতে যে পরিবর্তনের রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি সেই অন্তহীন রূপের গভীর ব্যঞ্জনার সফল প্রকাশ ঘটেছে গীত রচনায়। ঋতু পরিবর্তনের বিপুল বিন্যাস গানের সৃজনের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে দারুণভাবে।"প্রকৃতি সবসময়ই গীতরচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতির কথা যেমন গানে এসেছে, যেমন ফুল, পাতা, ঘাস, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, পাহাড়, আকাশ, বাতাস এ সবের কথা এসেছে, এ সবের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত পরিবর্তনের কথা এসেছে. তেমনি ঋতুপর্যায়ে সাধিত প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মূলভাবটি যেমন বর্ষায় বিষাদ, শরতে গাম্ভীর্য, বসন্তে উল্লাস এসবও এসেছে। মানুষ তো প্রকৃতির ক্রোড়েই লালিত পালিত। প্রকৃতিই মানুষের জীবনের সর্ববৃহৎ অনুষঙ্গ। আনন্দে বেদনায় উল্লাসে উচ্ছ্বাসে গানে প্রকৃতির কথা আসবেই। প্রাচীন ঋতুরাগ ধারণার মধ্যে প্রকৃতির গভীর প্রভাব বিদ্যমান। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের মূলভাব অবলম্বনে ঋতুরাগ রচিত হয়েছিল। গ্রীষ্মের রাগ দীপক। এ রাগে গ্রীষ্মের দাহকে সাংগীতিকভাবে রূপায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। বর্ষার মেঘ রাগে এসেছে এই ঋতুর অন্তর্নিহিত বিষাদের ভাবটি। শরতের ভৈরবরাগে এসেছে মেঘমুক্ত প্রকৃতির গাম্ভীর্যের ভাবটি। এমনিভাবে ঋতুরাগে ঋতুপরিবর্তনের মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে।"[৩] প্রকৃতি বিষয়ক গানের ধরন মূলত দুই প্রকার। প্রত্যক্ষ প্রকৃতির গান আর পরোক্ষ প্রকৃতির গান। অর্থাৎ প্রকৃতির অনুষঙ্গকে আসল উপজীব্য করে রচিত গান আর অন্য কোন বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশকালে প্রকৃতির প্রসঙ্গ নিয়ে গান। এ বিষয়ে প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ করুণাময় গোস্বামী তাঁর রচিত 'নজরুলগীতি প্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–"গানে প্রকৃতির অনুষঙ্গ দুইভাবে আসে। প্রকৃতিকে সাক্ষাৎভাবে

গান রচনার বিষয়বস্তু করে গান রচনা করা হয়, কখনো বা মনের অন্যকোন ভাব প্রকাশের সময় প্রকৃতির কথা আসে। যেমন বিরহভাবটি ধ্বনিত করে তোলার ক্ষেত্রে বর্ষার কথা আসতে পারে। সেক্ষেত্রে বর্ষার কথা থাকলেও সেটি বর্ষার গান নয়, প্রেমের গান। কিন্তু প্রকৃতির গান যখন, তখন প্রকৃতিই গীতরচনার মুখ্য বিষয়।"[৪] আমাদের জন্য প্রকৃতি বিশ্বপিতার সর্বোৎকৃষ্ট দান। চিরসৌন্দর্যময় প্রকৃতি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন– "পৃথিবী আমাদের যে অন্ন দিয়ে থাকে সেটা শুধু পেট ভরাবার নয়; সেটাতে আমাদের চোখ জুড়োয়, আমাদের মন ভোলে। আকাশ থেকে আকাশে সূর্যকিরণের যে স্বর্ণরাগ, দিগন্ত থেকে দিগন্তে পাকা ফসল খেতে তারই সঙ্গে সুর মেলে এমন সোনার রাগিনী। ধরণীর অন্নভাণ্ডারে কেবল যে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তির আশা তা নয়, সেখানে আছে সৌন্দর্যের অমৃত। গাছের ফল আমাদেরকে ডাক দেয় শুধু পুষ্টিকর শস্যপিণ্ড দিয়ে নয়, রূপ রস বর্ণ গন্ধ দিয়ে। ছিনিয়ে নেবার হিংস্রতার ডাক এতে নেই, এতে আছে একত্র-নিমন্ত্রণের সৌহার্দ্যের ডাক।"[৫] বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে। শান্তিনিকেতনে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকে সেখানকার আশ্রমের ছাত্রছাত্রীদেরকে নিয়ে প্রতিটি ঋতু বিষয়ক উৎসব পালন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তারিখ উপযোগী করে গান রচনা করেছেন। প্রকৃতি বিষয়ক তাঁর সেগানগুলি বাংলা গানের ইতিহাসে মহাদান হিসেবে বিবেচিত। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে অন্যান্য সংগীত রচয়িতাদেরও রচনায় প্রকৃতি এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে কিন্তু কাজী নজরুল ইসলাম সে ধারায় সফলতার প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর আপন কর্মের বলে, অসংখ্য গান সৃজনের মাধ্যমে। প্রকৃতি প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন- "মানুষের জন্ম তো কেবল লোকালয়ে নয়, এই বিশাল বিশ্বে তার জন্ম। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তার প্রাণের গভীর সম্বন্ধ আছে। বিশ্বপ্রকৃতির কাজ আমাদের প্রাণের মহলে আপনিই চলছে। কিন্তু মানুষের প্রধান সৃজনের ক্ষেত্র তার চিত্তমহলে। এই মহলে যদিদ্বার খুলে আমরা বিশ্বকে আহ্বান করে না নিই, তবে বিরাটের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলন ঘটে না। হৃদয়ের মধ্যে প্রকৃতির প্রবেশের বাধা অপসারিত করলে তবেই প্রকৃতির সঙ্গে তার মিল সার্থক হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের উৎসব ঘরে ঘরে বারে বারে ঘটছে। কিন্তু প্রকৃতির সভার ঋতু উৎসবের নিমন্ত্রণ যখন গ্রহণ করি তখন আমাদের মিলন আরো অনেক বড়ো হয়ে উঠে। তাই নব ঋতুর অভ্যুদয়ে যখন সমস্ত জগৎ নূতন রঙের উত্তরীয় পরে চারিদিক হতে সাড়া দিতে থাকে তখন মানুষের হৃদয়কেও সে আহ্বান করে। সেই হৃদয়ে যদি কোনো রঙ না লাগে, কোনো গান না জেগে ওঠে তাহলে মানুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। সেই বিচ্ছেদ দূর করবার জন্য আমাদের আশ্রমে আমরা প্রকৃতির ঋতু উৎসবগুলিকে নিজেদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছি।' মানুষের হৃদয়াবেগের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের কথা স্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: 'নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল, স্থল, আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়ঋতু আপন পুষ্প পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত,

নদীকে তরঙ্গিত, শস্যশীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্ব চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে, এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধুবেশ পড়াইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমাঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না।' ইন্দিরা দেবীকে লিখিত এক পত্রে তিনি বলেছিলেন: 'প্রকৃতির সঙ্গে গানের যত নিকট সম্পর্ক এমন আর কিছু না আমি নিশ্চয় জানি এখনি যদি আমি জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে রামকেলি ভাজতে আরম্ভ করি তা হলে এই রৌদ্ররঞ্জিত সুদূরবিস্তৃত শ্যামলনীল প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হরিণীর মতো আমার মর্মের কাছে এসে আমাকে অবলেহন করতে থাকবে। যতবার পদ্মার উপর বর্ষা হয় ততবারই মনে করি মেঘমল্লারে একটা নতুন বর্ষার গান রচনা করি ... কথা তো ওই একই বৃষ্টি পড়ছে, মেঘ করেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। কিন্তু তার ভিতরকার নিত্য নূতন আবেগ, অনাদি অনন্ত বিরহ বেদনা, সেটা কেবল গানের সুরে খানিকটা প্রকাশ পায়।' রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনার বিপুল প্রকাশ ঘটেছিল অজস্র গানের মাধ্যমেই।"[৬]